8 MAY 2017

প্রথম আলো

অবশেষে উপাচার্য নিয়োগ

অবিলম্বে বাকি শূন্য পদও পূরণ করা হোক

অবশেষে অধ্যাপক আবদুস সোবহানকে আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, এক মেয়াদ আগেও তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। গতকালই *প্রথম আলোয়* খবর বের হয়েছিল যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য নেই ও কোষাধ্যক্ষের পদ খালি থাকায় প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রমে নানা সমস্যা হচ্ছে। দেড় মাসেরও বেশি সময় দেশের অন্যতম প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়টির শীর্ষ পদ শূন্য থাকা দুর্ভাগ্যজনক। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদন প্রকাশের পর কর্তৃপক্ষের কিছুটা চৈতন্যোদয় হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হলো, সেটি পুষিয়ে নেওয়ার উপায় কী?

প্রথম আলোয় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, উপাচার্য না থাকায় বেশি সংকটে পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১৯টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা ও একাডেমিক কার্যক্রম। উপাচার্যের অনুমতির অভাবে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজগুলোর তিনটি শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। ২ মে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের 'প্রফেশনাল এক্সামিনেশন' শুরুর কথা ছিল। প্রায় এক মাস আগে কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের 'ফাইনাল প্রফেশনাল এক্সামিনেশন' শেষ হলেও ফল আটকে ছিল। উপাচার্যের সইয়ের অভাবে এমবিবিএসের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রস্তুত হলেও প্রকাশ হতে পারছিল না। আশা করি, নতুন উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পর এসব বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গত ১৯ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহম্মদ মিজানউদ্দিন ও সহ-উপাচার্য চৌধুরী সারওয়ার জাহান বিদায় নেন। এরপর বিদায় নেন কোষাধ্যক্ষ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রায় অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। একজন অভিভাবক ফিরে এসেছেন। আশা করি, বাকি দুজনের বিষয়েও সরকার অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল বেশ পুরোনো। একাংশের নেতৃত্ব দিতেন বিদায়ী উপাচার্য এবং আরেক অংশের আনুগত্য ছিল নতুন উপাচার্যের প্রতি। এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকদের পাল্টাপাল্টি অবস্থান ও সংবাদ সম্মেলন আহ্বানের ঘটনাও ঘটেছে।

নতুন উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পর যেন সেসবের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তিনি শিক্ষকদের যেই অংশেরই 'প্রতিনিধিত্ব' করুন না কেন, দায়িত্ব নেওয়ার পর শতভাগ ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। শীর্ষ পদাধিকারীর পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণেই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নানা অঘটন ঘটে, নিকট অতীতে তার ঢের নজির রয়েছে।